TRIPURAINFO

লোকসভা নির্বাচন এর আগে পাহাড়ের অস্থির পরিস্থিতি: সবার মুখে শুধু NRC

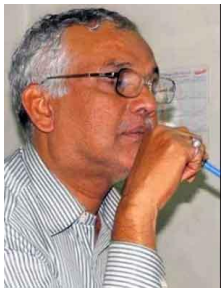

প্রদীপ চক্রবর্ত্তী

হুঙ্কারে হুঙ্কারে এস্ত পার্বত্য জনপদ। একদিকে নানা সংকট অন্যদিকে নিত্যদিনের টানাপোড়েন। তদোপরি নিত্যদিন নানা দলের সমাবেশ , ডেপুটেশানে যাওয়ার জন্য হুলিয়া জারী। অন্যথা করার উপায় নেই, পাছে বিপদ হয়।

নানা দল, উপদলে বিভক্ত উপজাতিরা। এখন সব দলের একই দাবী সিটিজেনশীপ বিল বাতিল করতে হবে।এই দাবীতে মুখর সব উপজাতিয় রাজনৈতিক দলগুলি।এরা সভা করছে , সমিতি করছে, করছে বিক্ষোভ। এই দাবীতে পাহাড়ের জমি তপ্ত হয়ে উঠছে। গতকাল এনআরসি ইস্যুতদলেরপূবোওর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যর আঞ্চলিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ বৈঠক করেছেন। সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করেছে এনআরসি ।এরই মধ্যে রাজেশ্বর দেববর্মা বিজেপি ছেড়েছে। খবর হল NRC বাতিলের দাবিতে বেশ কয়েকজন উপজাতি বিজেপি নেতা সহসাই দল ছাড়ছেন। কেননা দল ছাড়ার জন্য এদের উপর চাপ বাড়ছে। NRC ইস্যুতে রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলে অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। খোয়াই-র পাহাড়ি এলাকায় অসন্তোষ এত তীব্র যে নেতা , দলের পোষ্টার সব সরিয়ে দেয়া হয়েছে। বাইজালবাড়ী, ছনখলা, আমপুরা, মগলামবাড়ী, আশারামবাড়ী,

TRIPURAINFO

বাচাইবাড়ী, চাম্পাহাওড়ও আঠারমুড়া এলাকায় নেই কোনদল ।সবার মুখে শুধু NRC । আইপিএফটি দলের অবস্থান খুবই নাজুক। নেতারা রয়েছেন খুবই বেকায়দায়। এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়ার উপর দলের অস্বাভাবিক চাপ বাড়ছে। বারবার বলা হচ্ছে মন্ত্রী পদ ছাড়তে। কিন্তু এরা হ্যাঁ ও বলছে না আবার না ও বলছে না।

লোকসভা নির্বাচন -র আগে পাহাড়ের অস্হির পরিস্থিতিতে শাসক বিজেপি বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মুখে কলুপ এটে রয়েছেন।

একদিকে পাহাড়ে কাজ নেই বলা চলে। রাজ্য সরকারের যেমন কাজ নেই তেমনি নেই এডিসি -র। কোন অবস্হায় দায়িত্ব এড়াতে পারেনা এডিসি। এডিসি কে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছে। এখন এডিসি বলছে এদের কিছু করার নেই। যা করার করবে রাজ্য সরকার। তথ্য বলছে এডিসির কাছে অর্থ রয়েছে , কিন্তু রাজ্য সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এডিসি অর্থ নেই বলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন গরীবদের ভুখা রেখে রাজনীতির পাশা খেলা পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে।

কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে যাচ্ছে এনআরসি ইস্যু। উদ্বেগের বিষয় যেভাবে উপজাতি দলগুলো এক মঞ্চে উঠছে তা বিভাজনের ক্ষেত্র তৈরী করছে বলে অনেকেই বলাবলি করছেন।